কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 FEB 2018
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

হলের অছাত্র হটাতে গিয়ে তোপের মুখে প্রভোস্ট

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ছাত্রদের একটি আবাসিক হলে অবৈধ ও ছাত্রত্ব শেষ হওয়া শিক্ষার্থীদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে তোপের মুখে পড়েছে প্রশাসন। পরে ছাত্রদের বাধার মুখে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করতে বাধ্য হয় অভিযানকারীরা। মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্রদের আবাসিক হলগুলোতে আসন সংকট দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার পরও অবৈধভাবে বিভিন্ন হলে অবস্থান করা শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সূত্র জানায়, ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার পরও ফজলুল হক হলে অবস্থান করছিল ৩৫ শিক্ষার্থী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৬ জানুয়ারি ৩৫ শিক্ষার্থীকে চিঠি দিয়ে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দেন প্রভোস্ট। এ ব্যাপারে হলের নোটিশ বোর্ডেও জরুরি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হল না ছাড়ায় মঙ্গলবার দুপুরে হল প্রশাসন অভিযানে নামে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল দুপুর দেড়টার দিকে ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক কার্তিক চন্দ্র সাহা হলের ফটকে তালা দিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে অবৈধ ছাত্রদের উচ্ছেদে নামেন। একপর্যায়ে তাঁরা ওই হলের ২৪০ নম্বর কক্ষে অবস্থান করা সুদীপ কুমার চৌধুরী ও মোস্তাফিজুর রহমানের বেড কক্ষ থেকে বাইরে নিয়ে আসেন। এ সময় খবর পেয়ে অন্য ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করে। একপর্যায়ে তারা উচ্ছেদ কাজে বাধা দেয়। বাধা পেয়ে অফিসে ফিরে আসেন প্রভোস্টসহ অভিযান দল। পরে ছাত্ররা প্রভোস্ট অফিসে গিয়ে ছাত্রদের উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানায়। এ সময় ছাত্রদের সঙ্গে প্রভোস্টের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে হলের সিনিয়র ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন প্রভোস্ট। আলোচনায় ছাত্র ও প্রশাসন মিলে আগামী এপ্রিলের মধ্যে সব ছাত্রের মধ্যে আসন বণ্টন ও ছাত্রত্ব শেষ হওয়া ছাত্রদের হল ছাড়ার বিষয়ে সমঝোতা হয়।

এ ব্যাপারে প্রভোস্ট অধ্যাপক কার্তিক চন্দ্র সাহা বলেন, ছাত্রদের সঙ্গে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। পরে বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের বেড বাইরে ফেলে দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তিনি।